

প্রঃ ভারতে ক্রেতাসুরক্ষা বিষয়ে একটি টীকা লেখ।

[Discuss about the consumer Protection of India]

॥ অথবা ॥ ক্রেতাসুরক্ষা আইনের আলোকে ক্রেতাস্বার্থ সুরক্ষার উপায় আলোচনা কর। [The Consumer Protection Act-1986]

উঃ ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করার জন্য ১৯৮৬ সালে 'The Consumer Protection Act 1986' বা 'ক্রেতাসুরক্ষা আইন-১৯৮৬' পাশ হয়।

উদ্দেশ্য : ক্রেতা যখন কোন বিক্রেতার কাছ থেকে দ্রব্য কিনবে তখন বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতাহিসেবে নিশ্চিত পরিসেবামূলক কাজ থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়, ক্রেতা-বিক্রেতার থেকে প্রতারণিত বা শোষিত না হয় এবং ক্রম করা দ্রব্য যাতে ত্রুটিমুক্ত হয় এই সমস্ত বিষয় অর্থাৎ ক্রেতাকে মুক্তি প্রদানই হল এই আইনের মূল উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ গঠন : কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই পরিষদের পরিষদ গঠন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রি পদাধিকার বলে এই পরিষদের সভাপতি পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই পরিষদে স্থান পায় সরকারি ও বেসরকারি সদস্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সভা বছরে অন্তত একবার এবং প্রয়োজন বোধে একাধিকবার আয়োজিত হতে পারে।

কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বা ক্রেতা পরিষদের উদ্দেশ্য বা কার্য : কেন্দ্রীয় উপভোক্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হল—

১) যেকোনো দ্রব্যের গুণমান, পরিমাণ, মূল্য, বিপণন ইত্যাদির সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। যাতে ক্রেতা অসৎ ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতারণিত না হয়।

২) জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে ক্ষতিকারক এমনসব দ্রব্য বাজারী করনের ক্ষেত্রে
সুরক্ষা প্রদান।

৩) ক্রেতাস্বার্থ যাতে যথাস্থানে কার্যকর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৪) ক্রেতা ও উপভোক্তাকে তার স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

৫) যেকোন দ্রব্যের মূল্য প্রতিযোগীতা মূলক সীমান্ধে নির্ধারিত সে সম্পর্কে
নিশ্চিত হওয়া।

৬) অসৎ ব্যবসায়ী বা বিক্রেতার শোষণের হাত থেকে ক্রেতাকে সুরক্ষা দান করা।

৭) ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক জনমানুষে ব্যাপক প্রচার চালানো।

রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের গঠন : রাজ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা
পরিষদ গঠন করা হয়। রাজ্যের উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রি (বর্তমান সাধনপাণ্ডে) পদাধিকার
বলে এই পদের পরিষদের সভাপতি। রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে এই
পরিষদ গঠিত হয়। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার অনধিক দশজন সরকারি ও বেসরকারি
সদস্য নিযুক্ত করেন। রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের সভা বছরে অন্তত দুবার হবে। তবে
বিশেষ কারণে দু'বারের বেশিও হতে পারে।

রাজ্যক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য বা কাজ : রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য হল
কেন্দ্রীয় পরিষদের ন্যায় যেমন—

১) যে কোন দ্রব্যের বিশুদ্ধতা, দ্রব্যের মূল্য, দ্রব্যের গুণমান ইত্যাদি সম্পর্কে
ক্রেতাকে জ্ঞাত করা।

২) যে কোন দ্রব্যের প্রতিযোগীতামূলক মূল্য সম্পর্কে ক্রেতাকে সচেতন করা।

৩) অসৎ ব্যবসায়ীদের অ-নৈতিক ও অবৈধ কাজকর্ম এবং শোষণের হাত থেকে
ক্রেতাকে রক্ষা করা।

৪) উপভোক্তাকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

৫) জীবন ও সম্পত্তির পক্ষে ক্ষতিকারক এমনসব দ্রব্যাদি বাজারিকরণের বিরুদ্ধে
ক্রেতাকে সুরক্ষা দান।

৬) ক্রেতাস্বার্থ যাতে উপযুক্ত ফোরামে যথার্থ ভাবে প্রতিধ্বনিত হয় সেব্যাপারে
আশ্বস্ত করা ইত্যাদি।

জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের গঠন : জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদ গঠিত হয় জেলা শাসক,
রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি ও বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে। জেলা শাসক
পদাধিকার বলে জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের সভাপতি। তিনি এই পরিষদে অধিবেশন
আহ্বান করেন বছরে অন্তত দুবার এবং সভার কার্য পরিচালনা করেন।

উদ্দেশ্য : দ্রব্যের গুণগত মান, পরিমান, ক্ষতিকারক দ্রব্যাদি যাতে বিক্রি না হয়, অসাধু ব্যবসায়ের হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করা ক্রেতার বক্তব্য উপযুক্ত স্থানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। এই দ্রব্যের বা বিমার প্রতিযোগীতামূলক মূল্য সম্পর্কে অবাহিত করানো, অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করা ইত্যাদি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য।

১৯৮৬ সালে আইনের দ্বারা ক্রেতা বিবাদ প্রতিকার সংক্রান্ত সংস্থা গঠন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রতিটি জেলায় একটি করে ক্রেতা বিবাদ প্রতিকার মঞ্চ গড়ে তোলার কথা বলে, যা District Forum নামে পরিচিত। জেলা জর্জ হওয়ার মত যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তি একজন মহিলাসদস্যকে নিয়ে রাজ্য সরকারের নিয়োগ পরিষদের সুপারিশক্রমে জেলা ফোরামের কার্য পরিচালনা করেন। District Forum-এর যে যে বিষয়গুলি সমাধান করা যায়নি বা যার ক্ষতিপূরণ ২০ লক্ষের বেশি কিন্তু ১ কোটি টাকার কম সেসব ক্ষেত্রে রাজ্য কমিশনের ক্ষমতা বা এলাকা বিস্তৃত। আর যেখানে টাকার পরিমান ১ কোটির বেশি, সেই ক্ষেত্রগুলি জাতীয় পরিষদের নজরে আনা হয়।

ভারতে এখনপর্যন্ত বেশিরভাগ ক্রেতা বা উপভোক্তা ক্রেতা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নন এবং পরিকাঠামোগত প্রচারগত স্বল্পতার কারণে ক্রেতা সুরক্ষাবিষয়ক দপ্তরও প্রতিটি ক্রেতা বা উপভোক্তাকে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয় নি। তবে এই বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি নাগরিক যখন এই ক্রেতা সুরক্ষা আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে এবং আইন অনুযায়ী তাদের স্বার্থসুরক্ষা করবে তখনই ক্রেতাসুরক্ষা আইন সঠিক মান্যতা পাবে।